بسم الله الرحمن الرحيم

যুক্তরাষ্ট্রের (মেরিল্যাণ্ডের) সিলভার স্প্রিং-এ অবস্থিত বায়তুর রহমান মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ১৪ অক্টোবর, ২০২২ মোতাবেক ১৪ ইখা, ১৪০১ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহুদ, তাআউয, তাসমিয়া ও সূরা ফাতিহার তেলাওয়াতের পর হুযুর (আই) বলেন, আপনাদের ওপর আল্লাহ্ তা'লার বড় অনুগ্রহ, আহমদীয়া জামা'তের ওপর বড়ই অনুগ্রহ, এখানে আগমনকারী এবং এদেশে আগমনকারীদের ওপরও অনেক বড় অনুগ্রহ যে, তিনি আপনাদেরকে এই উন্নত দেশে আসার সৌভাগ্য দান করেছেন। বিগত কয়েক বছরে পাকিস্তান থেকে বহু আহমদী এখানে এসেছেন এবং এখনও আসছেন। যাদের পাকিস্তান থেকে হিজরত করার কারণ হলো সেখানে আহমদীদের (জন্য) পরিস্থিতি কঠোর হতে কঠোরতর হচ্ছে, আর এ কারণে সেখানে বসবাস করা কঠিন হয়ে পড়েছিল। এদিক থেকে আহমদীদের এসব সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত যারা বহু নির্যাতিত আহমদীকে এখানে বসবাসের স্থান দিয়েছে। কিন্তু সবচেয়ে বড় অনুগ্রহ, যা আল্লাহ্ তা'লা আহমদীদের ওপর করেছেন তা হলো- তিনি আমাদেরকে যুগের ইমাম ও মহানবী (সা.)-এর প্রকৃত প্রেমিককে মান্য করার সৌভাগ্য দান করেছেন। অতএব এর জন্য আমরা আল্লাহ্ তা'লার যতই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি তা কম হবে। আল্লাহ্ তা'লার প্রতি কৃতজ্ঞতা হলো আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশাবলী মেনে চলা। আমরা যেন আল্লাহ্ তা'লার ইবাদতের অধিকার প্রদানকারী হই এবং তাঁর সৃষ্টজীবেরও অধীকার প্রদান করি। এটি তখনই সম্ভব হবে যখন আমরা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আতের দাবি পূরণ করব। কেননা বর্তমান যুগে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-ই সেই পথপ্রদর্শক, যিনি হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার ওপর আমাদেরকে পরিচালিত করেছেন।

অতএব, এই কথাটি প্রত্যেক আহমদীর নিজের দৃষ্টিপটে রাখা উচিত যে, প্রকৃত ইসলামী শিক্ষা এখন আমরা কেবল হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মাধ্যমেই পেতে পারি। কেননা তিনি (আ.)-ই সেই ব্যক্তি যাকে বর্তমান যুগে আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনের জ্ঞানভাণ্ডার ও প্রজ্ঞা দান করেছেন এবং ইসলামের প্রকৃত জ্ঞান দান করেছেন। তিনিই সেই ব্যক্তি যিনি মহানবী (সা.)-এর প্রকৃত প্রেমিক এবং মহানবী (সা.)-এর শিক্ষা ও সুন্নত অনুযায়ী নিজ জামা'তের তরবিয়ত করতে চান। অতএব প্রকৃত মুসলমান হতে হলে এখন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দিকেই আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হবে এবং তাঁর (আ.) নির্দেশিত পন্থা অনুযায়ী নিজেদের জীবনকে গড়তে হবে, নিজেদের ঈমানকে দৃঢ় করতে হবে, তাঁর (আ.) প্রত্যাদিষ্ট হবার বিষয়ে ঈমান ও বিশ্বাসকে পরিপূর্ণ করতে হবে, তাঁকে 'হাকাম' (ন্যায়বিচারক) এবং 'আদল' (ন্যায় প্রতিষ্ঠাকারী) হিসেবে মানতে হবে। এই বিশ্বাসে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে যে, এখন তাঁর নির্দেশিত পথে চলেই মানুষ ইসলামের

প্রকৃত শিক্ষার ওপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। যেমন হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) তাঁর প্রতি পরিপূর্ণ বিশ্বাস ও ঈমানের ওপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার বিষয়ে উপদেশ দিতে গিয়ে তাঁর হাতে বয়আতকারীদের বলেন,

"যে ব্যক্তি ঈমান আনে, তার ঈমান থেকে পরিপূর্ণ বিশ্বাস ও তত্ত্বজ্ঞানের স্তরে উন্নীত হওয়া উচিত। অর্থাৎ কেবল ঈমান আনলেই চলবে না, বরং এতে পূর্ণ বিশ্বাসও সৃষ্টি হওয়া উচিত এবং এ সংক্রান্ত তত্ত্বজ্ঞানও অর্জন করা উচিত যে, আমরা কেন বয়আত করছি? সে পরবর্তীতে সন্দেহে নিপতিত হবে- এমনটি যেন না হয়।" অর্থাৎ এরূপ যেন না হয় যে, হৃদয়ে কুধারণা সৃষ্টি হবে- এটি কেন হলো, এরূপ কেন হলো; মনে যেন প্রশ্ন না জাগে। তিনি বলেন, "স্মরণ রেখো! কুধারণা উপকারী হতে পারে না। আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং বলেন, إِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِى مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْـًٔا - নিশ্চয় অনুমান কখনোই সত্যের বিকল্প হতে পারে না। একীন (সুনিশ্চিত বিশ্বাস)-ই এমন বিষয় যা মানুষকে সাফল্যমণ্ডিত করতে পারে। বিশ্বাস ছাড়া কিছুই হয় না। মানুষ যদি প্রতিটি বিষয়ে কুধারণা করা আরম্ভ করে, তাহলে হয়ত পৃথিবীতে এক দণ্ডও চলতে পারবে না।" তিনি বলেন, "সে (এই শঙ্কায়) পানি পান করতে পারবে না যে কেউ এতে হয়ত বিষ মিশিয়ে দিয়ে থাকবে। বাজারের জিনিস খেতে পারবে না যে, এসবে হয়ত প্রাণনাশক কিছু থাকবে। এমন পরিস্থিতিতে তার জন্য টিকে থাকা কীভাবে সম্ভবপর হতে পারে? বেঁচে থাকাই তার জন্য মুশকিল হয়ে দাঁড়াবে। এটি একটি স্থূল উদাহরণ। অনুরূপভাবে আধ্যাত্মিক বিষয়াদিতেও মানুষ এই নীতির মাধ্যমে উপকৃত হতে পারে।" তিনি বলেন, "এখন তোমরা নিজেরাই চিন্তা করে দেখ এবং মনে মনে সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর যে, আমার হাতে তোমরা যে বয়আত করেছ আর আমাকে মসীহ্ মওউদ এবং হাকাম ও আদল মান্য করেছ, এই মান্য করার পর আমার কোনো সিদ্ধান্ত বা কাজে যদি তোমাদের মনে কোন পঙ্কিলতা বা দুঃখ অনুভূত হয়, তবে নিজের ঈমানের ব্যাপারে চিন্তা কর। সেই ঈমান যা সংশয় ও সন্দেহপূর্ণ, তা কোনো সুফল বয়ে আনবে না। কিন্তু যদি তোমরা আন্তরিকভাবে মেনে থাক যে, মসীহ্ মওউদ প্রকৃতপক্ষেই হাকাম (ন্যায়বিচারক), তাহলে তাঁর নির্দেশ ও কাজের সামনে অস্ত্র সমর্পণ কর এবং তাঁর সিদ্ধান্তকে সম্মানের দৃষ্টিতে দেখ, যেন তোমরা রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর পবিত্র নির্দেশের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শনকারী পরিগণিত হও। রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাক্ষ্য যথেষ্ট; তিনি (সা.) নিশ্চয়তা দিয়েছেন যে, তিনি (আ.) তোমাদের ইমাম হবেন। [অর্থাৎ আগমনকারী মসীহ্ মওউদ তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের ইমাম হবেন।] তিনি হাকাম ও আদল হবেন। যদি এই কথাতেও বিশ্বাস না জন্মে, তাহলে আর কখন হবে? এই রীতি কখনোই ভালো ও কল্যাণকার হতে পারে না যে, ঈমানও রাখবে, আবার মনের কোন কোণে কুধারণাও থাকবে। [বাহ্যিকভাবে একথা প্রকাশ করবে যে 'আমরা ঈমান এনেছি', কিন্তু এরপর কিছু কিছু বিষয়ে কুধারণাও সৃষ্টি হতে থাকবে।] তিনি বলেন, "যারা আমাকে অস্বীকার করেছে এবং যারা আমার বিষয়ে আপত্তি করে, তারা আমাকে চিনতে পারে নি। কিন্তু যে আমাকে স্বীকার করা সত্ত্বেও আপত্তি রাখে- সে আরো দুর্ভাগা, কারণ সে দেখার পরও অন্ধ হয়েছে।"

অতএব, এটি হলো ঈমানের মানদণ্ড যেটিতে আমাদের সবার উপনীত হওয়া উচিত। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) নিজেই তাঁর পর খিলাফত প্রতিষ্ঠিত থাকার সুসংবাদ প্রদান করেছিলেন এবং কেবল হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-ই নন, বরং মহানবী (সা.)-ও মসীহ্ ও মাহদীর আগমনের পর কেয়ামত পর্যন্ত খিলাফতের ধারা অব্যাহত থাকার সংবাদ প্রদান করেছিলেন; আর আহমদীয়া খিলাফতই সেই ব্যবস্থাপনা যা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর রীতিকেই চলমান রাখবে, সেই হাকাম ও আদালের সিদ্ধান্তসমূহকেই চলমান রাখার ব্যবস্থাপনা। নিজেদের (বয়আতের) অঙ্গীকারের সময় প্রত্যেক আহমদী খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ততা ও আনুগত্যের অঙ্গীকার করে থাকে। সুতরাং এই দৃষ্টিকোণ থেকে খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ততা ও আনুগত্যের অঙ্গীকার রক্ষা করাও প্রত্যেক আহমদীর অবশ্য-কর্তব্য, নতুবা তার বয়আত অসম্পূর্ণ। তাই এদিক থেকেও নিজেদের ঈমান ও বিশ্বাস দৃঢ় করার জন্য প্রত্যেক আহমদীর সর্বদা সচেষ্ট থাকা উচিত। পুনরায় জামা'তকে কুরআন শরীফ অভিনিবেশ সহকারে পড়ার এবং তা অনুধাবন করার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন,

"যারা আমার সাথে সম্পৃক্ত তাদেরকে আমি বারংবার এই বিষয়ে উপদেশ প্রদান করে থাকি যে, খোদা তা'লা এই জামা'তকে প্রকৃত তত্ত্ব উদ্ঘাটনের জন্য প্রতিষ্ঠিত করেছেন, কারণ এটি ছাড়া ব্যবহারিক জীবনে কোনো আলো বা জ্যোতি সৃষ্টি হতে পারে না। আর আমি চাই, ব্যবহারিক সত্যের মাধ্যমে ইসলামের সৌন্দর্য জগতের সামনে প্রকাশিত হোক, যেমনটি খোদা তা'লা একাজের জন্যই আমাকে প্রত্যাদিষ্ট করেছেন। এজন্য কুরআন শরীফ অনেক বেশি বেশি পাঠ করো, কিন্তু নিছক গল্প-কাহিনী মনে করে নয়, বরং এক গভীর দর্শন জ্ঞান করে পাঠ করো।"

সুতরাং প্রত্যেকের আত্মবিশ্লেষণ করা উচিত যে, এই জগতের কর্মব্যস্ততায় নিমগ্ন হয়ে গিয়ে পাছে তারা নিজেদের বয়আতের উদ্দেশ্যকে ভুলে যায় নি তো! হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তো বলেন, পবিত্র কুরআনে বিধৃত জ্ঞান, তত্ত্ব ও নির্দেশাবলী বুঝানো এবং এসবের পালন করার জন্য খোদা তা'লা আমাকে প্রত্যাদিষ্ট করেছেন, আর যারা আমার বয়আতভুক্ত (তারা) এর গুরুত্ব অনুধাবন করুন এবং পবিত্র কুরআনের জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও তত্ত্বে অভিনিবেশ করুন। এর অর্থ ও তফসীর বুঝার চেষ্টা করুন। এটি ততক্ষণ পর্যন্ত সম্ভব নয় যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আধ্যাত্মিক ভাণ্ডার (তথা তাঁর রচনাবলী) পড়ার ও অনুধাবন করার চেষ্টা না করব, তাঁর রচিত বই-পুস্তক আমরা পড়ার ও অনুধাবন করার চেষ্টা না করব। তিনি (আ.) বলেছেন, পবিত্র কুরআন কোন কল্পকাহিনী বা রূপকথা নয়, বরং এক জীবন বিধান, কর্মপন্থা; যার অনুসরণ করা প্রত্যেক আহমদী মুসলমানের জন্য অপরিহার্য। যদি আমরা এখানে এসে, এসব দেশে এসে নিজেদের (জীবনের) এই উদ্দেশ্যকে ভুলে যাই এবং জাগতিক ব্যস্ততায় নিমগ্ন হয়ে যাই, নিজেদের ঘরের পরিবেশকে পবিত্র কুরআনের শিক্ষার আলোকে সাজানোর চেষ্টা না করি, তাহলে আমাদের সন্তান-সন্ততি এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্ম ধর্ম থেকে দূরে সরে যেতে থাকবে। এটি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের পরিবর্তে আল্লাহ্ তা'লার কল্যাণরাজিকে অস্বীকার করার নামান্তর হবে। অতএব, গভীর অভিনিবেশ

ও চিন্তা-ভাবনা করা প্রয়োজন। প্রত্যেক আহমদী তিনি পুরনো হোন বা নতুন, এখানে জন্মগ্রহণকারী বা হিজরত করে আগমনকারী আহমদীই হোন না কেন- আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য এবং তাঁর ইবাদতের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করা, তাঁর গ্রন্থ (কুরআন) পাঠ করা, অনুধাবন করা, এর শিক্ষা বাস্তবায়ন করা আমাদের মূল উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। তখনই আমরা বয়আতের অঙ্গীকার রক্ষা করতে সক্ষম হব। যারা হিজরতকারী তারা এখানে এসে জাগতিক বিরোধিতা থেকে পরিত্রাণ পেয়েছেন ঠিকই, কিন্তু যদি ধর্মের পথে পরিচালিত এবং পবিত্র কুরআন অনুধাবনকারী না হন তাহলে আল্লাহ্ তা'লার কল্যাণরাজির উত্তরাধিকারী হতে পারবেন না। অনুরূপভাবে যারা নবাগত আহমদী অথবা এখানে বসবাসকারী পুরনো আহমদী, তারাও স্মরণ রাখুন; শুধুমাত্র বয়আত করলেই লক্ষ্য পূরণ হয় না। লক্ষ্য তখনই অর্জিত হবে যখন আমরা নিজেদেরকে ইসলামী শিক্ষার ধারক-বাহক হিসেবে গড়বো। আর তা ততক্ষণ পর্যন্ত হতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা আল্লাহ্ তা'লার গ্রন্থ পড়ব ও অনুধাবন করব। হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন,

"আমি সত্য সত্যই বলছি, এটি একটি উৎসব যা আল্লাহ্ তা'লা সৌভাগ্যবানদের জন্য সৃষ্টি করে দিয়েছেন। সে-ই বরকতমণ্ডিত যে এথেকে উপকৃত হয়। তোমরা যারা আমার সাথে সম্পর্ক গড়ে তুলেছ, এ বিষয়ে কখনো অহংকার করো না যে, যা কিছু তোমাদের পাওয়ার ছিল তা পেয়ে গিয়েছ। একথা সত্য যে, তোমরা ঐসব অস্বীকারকারীর চেয়ে সৌভাগ্যের অধিকতর নিকটবর্তী যারা নিজেদের চরম অস্বীকার ও অবমাননার মাধ্যমে আল্লাহ্কে অসন্তুষ্ট করেছে; আর একথাও সত্য যে, তোমরা সুধারণা পোষণ করে খোদা তা'লার ক্রোধ থেকে নিজেকে রক্ষা করার চিন্তা করেছ। কিন্তু সত্য কথা এটিই যে, তোমরা এই প্রস্রবণের নিকটে এসে পৌঁছেছ যা এখন আল্লাহ্ তা'লা চিরস্থায়ী জীবনের জন্য সৃষ্টি করেছেন। তবে পানি পান করা এখনো বাকি আছে। অতএব, খোদা তা'লার দয়া ও অনুগ্রহের দোহাই দিয়ে সামর্থ্য যাচনা করো যেন তিনি তোমাদেরকে পরিতৃপ্ত করেন, কেননা খোদা তা'লাকে বাদ দিয়ে কিছুই সম্ভব নয়; খোদা তা'লার কৃপা না হলে কিছুই হতে পারে না। এজন্য সর্বদা আল্লাহ্ তা'লার আশিস কামনা করো। তিনি (আ.) বলেছেন, আমি নিশ্চিতরূপে জানি, যে এ প্রস্রবণ থেকে পান করবে সে ধ্বংস হবে না। কেননা এ পানি প্রাণদায়ী এবং ধ্বংস থেকে রক্ষা করে, আর শয়তানের আক্রমণ থেকে সুরক্ষিত রাখে। এ প্রস্রবণ থেকে পরিতৃপ্ত হওয়ার উপায় কী? উপায় হলো খোদা তা'লা যে দু'টি দায়িত্ব নির্ধারণ করেছেন তা পালন করো এবং যথাযথভাবে পালন করো। এর মধ্যে একটি আল্লাহ্র অধিকার ও অপরটি সৃষ্টিকূলের। আপন প্রভুকে এক-অদ্বিতীয় জ্ঞান করো যেভাবে তোমরা **আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ** সাক্ষ্যের মাধ্যমে স্বীকারোক্তি প্রদান করো; অর্থাৎ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ্ ভিন্ন কোন উপাস্য, উদ্দিষ্ট ও অনুসরণযোগ্য নেই। এটি এমন একটি প্রিয় বাক্য যে, এটি যদি ইহুদী, খ্রিষ্টান অথবা অন্যান্য মুশরিক-প্রতিমাপূজারীদের শেখানো হতো আর তারা যদি এর মর্ম অনুধাবন করতো, তাহলে কখনো ধ্বংস হতো না। এই একটি কলেমা না থাকার কারণে তাদের ওপর ধ্বংস ও বিপদ নেমে এসেছে এবং তাদের আত্মা কুষ্ঠকবলিত হয়ে ধ্বংস হয়ে গিয়েছে।

অতএব, দেখুন! কীভাবে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আশ্বস্ত করেছেন এবং নিশ্চয়তা দিয়েছেন যে, তোমরা যে প্রস্রবণের নিকটে পৌঁছেছ, বয়আত করে যে কথার অঙ্গীকার করেছ, তা থেকে (পানি) পান করলে, কল্যাণ লাভের চেষ্টা করলে, কেবল কথার মাঝে সীমাবদ্ধ না থেকে তা অনুসরণ করলে পরেই তোমাদের এই নিশ্চয়তা দেয়া হচ্ছে যে, আধ্যাত্মিকভাবে কখনো তোমরা ধ্বংস হবে না। কেননা, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-ই পবিত্র কুরআনের বাণী এবং আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশাবলীকে প্রতিষ্ঠিত বা কার্যকর করার উদ্দেশ্য প্রেরিত হয়েছিলেন। তিনি (আ.) বলেন, অতএব এ বিষয়টি (ভালোভাবে) অনুধাবন করো যে, কেবল বয়আত করাই যথেষ্ট নয়, বরং আল্লাহ্ তা'লা কর্ম বা আমল দেখতে চান। আর যে কর্ম বা আমল করে, সে আল্লাহ্ তা'লার কৃপারাজি থেকে বঞ্চিত থাকে না, কখনো ধ্বংস হয় না। আর এই ব্যবহারিক অবস্থা তখনই সৃষ্টি হবে যখন **আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্**'র কলেমা তোমাদের ভেতর ও বাইরের ধ্বনিতে পরিণত হবে, যখন কেউই আল্লাহ্ তা'লার চেয়ে অধিক প্রিয় হবে না, আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি ছাড়া অন্য কিছুর প্রত্যাশা থাকবে না, আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশাবলীর পূর্ণ আনুগত্য থাকবে। এখন প্রত্যেকে এবিষয়ে আত্মবিশ্লেষণ করতে পারে যে, আমরা যখন কলেমা পাঠ করি তখন কি সত্যিই আল্লাহ্ তা'লা আমাদের নিকট সব কিছুর চেয়ে বেশি প্রিয় থাকে, (কেবল) তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনই কি আমাদের মূল লক্ষ্য হয়ে থাকে? আমরা সত্যিই কি আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশাবলীর পূর্ণ আনুগত্য করছি? নামাযের সময় হবার সাথে সাথে যদি আমাদের মনোযোগ নামায পড়ার প্রতি নিবদ্ধ না হয়, আমরা যদি নিজেদের জাগতিক কাজ বাদ দিয়ে আল্লাহ্ তা'লার আহ্বানে ত্বরিৎ সাড়া দিয়ে নামাযের জন্য উপস্থিত না হই, তাহলে মুখে কলেমা পড়লেও একটি গুপ্ত শির্ক আমাদের হৃদয়ে বিরাজ করে। আমাদের জাগতিক ব্যবসা-বাণিজ্য খোদা তা'লার বিপরীতে দণ্ডায়মান। একজন মু'মিন এই দৃঢ়বিশ্বাসের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে এবং থাকা উচিত যে, আমার ব্যবসায় বরকত, আমার কাজে উন্নতি আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহের ফলে সৃষ্টি হয় এবং হবে। তাই এটি কীভাবে হতে পারে যে, আমার জাগতিক কাজকর্ম আল্লাহ্ তা'লার কথার বিপরীতে দণ্ডায়মান হবে? যদি এমনটি হয় তাহলে আমরা কলেমার প্রকৃত মর্মই উপলব্ধি করি নি। আমরা মৌখিক স্বীকারোক্তি দিচ্ছি বটে কিন্তু আমাদের ব্যবহারিক কর্ম আমাদের স্বীকারোক্তির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। আমরা ঝরনাধারার নিকটে এসে গেছি ঠিকই, কিন্তু পানি পান করার জন্য হাত বাড়াচ্ছি না। অতএব, তিনি (আ.) বলেন, অবস্থা যদি এমন হয় তবে বয়আতের অঙ্গীকার পালন হয় নি। এই কলেমা শাহাদত কেবল এ উপদেশই প্রদান করে না এবং এ বিষয়ের প্রতিই দৃষ্টি আকর্ষণ করে না যে, আল্লাহ্ তা'লার প্রাপ্য অধিকার প্রদান করতে হবে; বরং আল্লাহ্ তা'লা বান্দার প্রাপ্য প্রদানের উপদেশ দিয়েছেন এবং নির্দেশ দিয়েছেন; সেটি পালন করার প্রতিও তা দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মানুষ এই দু'টি অধিকার প্রদান করলেই সত্যিকার মু'মিন হয় এবং তখনই একজন প্রকৃত আহমদী মুসলমান বয়আতের দায়িত্ব বা অঙ্গীকার পালন করে। এরপর তিনি (আ.) তাঁর হাতে বয়আতকারীদের উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন,

তোমরা যদি জগৎপূজারীদের মতো থাকো তাহলে আমার হাতে তওবা করে কোনো লাভ নেই। আমার হাতে তওবা করা এক মৃত্যুকে চায় যেন তোমরা নতুন করে জন্মলাভ করো। অর্থাৎ বয়আতের পর তোমাদের একটি নতুন আধ্যাত্মিক জীবন লাভ হওয়া উচিত। যদি সেই আধ্যাত্মিক জীবন লাভ না হয় আর একই বস্তুবাদী জীবনের কামনা-বাসনা ও চাওয়া-পাওয়াই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, তাহলে এমন বয়আত কোনো কল্যাণ বয়ে আনবে না। বয়আত আন্তরিক না হলে এর কোনো সুফল আসবে না। আমার (হাতে) বয়আতের মাধ্যমে খোদা তা'লা হৃদয়ের অঙ্গীকার দেখতে চান। অতএব, যে পুরো নিষ্ঠার সাথে আমাকে গ্রহণ করে এবং নিজের পাপসমূহ হতে সত্যিকার অর্থেই তওবা করে **গফুরুর রহীম** খোদা তার পাপসমূহ অবশ্যই ক্ষমা করে দেন আর সে (সদ্য) মায়ের পেট থেকে ভূমিষ্ঠ শিশুর মত হয়ে যায়, তখন ফিরিশ্‌তারা তার সুরক্ষা করে, সে একেবারে নিষ্পাপ হয়ে যায়। তিনি (আ.) বলেন, কোন গ্রামে যদি একজন পুণ্যবান ব্যক্তিও থাকে তাহলে আল্লাহ্ তা'লা সেই পুণ্যবানের বদৌলতে এবং কল্যাণে সেই পুরো গ্রামকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করেন। যখন ধ্বংসযজ্ঞ আসে তখন তা সবার ওপর আপতিত হয়, তা সত্ত্বেও তিনি নিজ বান্দাদেরকে কোনো না কোনো উপায়ে রক্ষা করেন। এটিই আল্লাহ্ তা'লার সুন্নত যে, যদি একজনও পুণ্যবান থাকে তাহলে তার জন্য অন্যদেরও রক্ষা করা হয়।

অতএব এই মূলনীতি সর্বদা স্মরণ রাখা উচিত, আল্লাহ্ তা'লা তাঁর নিষ্ঠাবান বান্দাদের দোয়া শোনেন এবং তাদের পুণ্যকর্মসমূহ কবুল করেন। তাই আমাদের চেষ্টা করা উচিত, আমাদের ইবাদতসমূহ যেন শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে হয়। আমাদের কাজকর্ম যেন আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির কারণ হয়। বর্তমানে জগতে বিরাজমান অবস্থা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, খুব ভয়াবহ ধ্বংসের মেঘমালা আমাদের মাথার ওপর ঘুরপাক খাচ্ছে। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট গতকালই এ বিবৃতি দিয়েছে যে, যদি রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহার করে, তাহলে এর জবাবে অন্য দিক থেকেও প্রতিক্রিয়া দেখানো হবে, আর এর ফলে যে ধ্বংসযজ্ঞ দেখা দেবে তা গোটা পৃথিবীকে ধ্বংসে পরিণত করবে। অতএব এদেশে বসবাসকারীরা যেন একথা মনে না করেন, অর্থাৎ যারা হিজরত করে এসেছেন তারা যেন মনে না করেন যে, আমরা এখানে নিরাপদ। কেউ কোনো স্থানে নিরাপদ নয়। এসব বড় বড় শক্তিধর দেশগুলোর নেতাদের যখন মাথা বিগড়ে যায় তখন তারা কোনো কিছুর প্রতিই ভ্রূক্ষেপ করে না। অতএব এমতাবস্থায় আহমদীদের দায়িত্ব হলো, দোয়ার প্রতি বেশি মনোযোগী হওয়া এবং নিজেদের ইবাদতসমূহ একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্‌র জন্য নিবেদিত করা। যেভাবে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন, "পুণ্যবান বান্দাদের জন্য, নিজ নিষ্ঠাবান বান্দাদের জন্য আল্লাহ্ তা'লা অন্যদেরকেও রক্ষা করেন এবং আল্লাহ্ তা'লার বাণী তথা কুরআন থেকে আমরা এটিই জানতে পারি। অতএব কারো এই অলীক ধারণা লালন করা উচিত নয় যে, আমরা এখানে এসে নিরাপদ হয়ে গেছি, আমাদের সন্তানদের ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত হয়ে গেছে। না, বরং অতি ভয়ানক যুগ আমরা পার করছি। এমন অবস্থায় কেউ যদি আমাদেরকে রক্ষা করতে পারে তবে তা স্বয়ং আল্লাহ্ তা'লার সত্তা। তাই নিজেও তাঁর সম্মুখে বিনত হোন, নিজ ভবিষ্যৎ

প্রজন্মকে তাঁর সম্মুখে বিনত করুন যেন তারা নিজেদের সুরক্ষা করতে পারে এবং নিজেদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সুরক্ষিত করতে পারে। এ জগৎ আমাদেরকে রক্ষা করবে না আর আমাদের ও আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের ভবিষ্যতেরও সুরক্ষা করবে না; বরং আমরা যদি **'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্'** কলেমার অধিকার প্রদান করতে সক্ষম হই, তাহলে আল্লাহ্ তা'লা আমাদের বিনীত দোয়াসমূহ এবং পুণ্যকর্মের কারণে জগতকে রক্ষা করবেন। তাই পৃথিবীর অবস্থা চরমভাবে বিপর্যস্ত হওয়ার পূর্বেই উক্ত প্রেক্ষাপটে অনেক বেশি দোয়া করুন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন:

"পুণ্য সেটিই যা সময়ের পূর্বে করা হয়। পরবর্তীতে কিছু করলেও কোনো লাভ নেই। কেবল প্রকৃতির সহজাত তাড়নায় যে পুণ্যকর্ম করা হয়, খোদা তা গ্রহণ করেন না। নৌকা ডুবলে সবাই কান্নাকাটি করে। [যখন নৌকা ডুবতে থাকে তখন সবাই আহাজারি করে, এর পূর্বে হৈ-হুল্লোড় করা হয়। কিন্তু কান্নাকাটি আর আহাজারি করা যেহেতু প্রকৃতির সহজাত দাবি তাই সেসময় এটি করা লাভজনক হয় না।] কিন্তু এর পূর্বে যদি (কান্নাকাটি) করা হয়ে থাকে তবে তা লাভজনক হয়; [অর্থাৎ যখন শান্তি বিরাজ করে তখন।] নিশ্চিতভাবে জেনে রাখ, খোদালাভের এটিই রহস্য। যে (বিপদের) পূর্বে সতর্ক এবং সজাগ হয়ে যায়, এতটা সজাগ হয় যেন তার ওপর বজ্রপাত হতে চলেছে, তাহলে তার ওপর আদৌ বাজ পড়ে না। [যদি সে সজাগ হয়ে যায় আর ভাবে যে, বজ্রপাত হতে চলেছে- তাহলে বাজ পড়ে না, তা সে যতই বজ্রধ্বনি হোক না কেন।] কিন্তু যে বিদ্যুৎ চমক দেখে চিৎকার করে, তার ওপর বজ্রপাত হবে এবং ধ্বংস করে ফেলবে, কেননা সে বজ্রপাতকে ভয় পায়, আল্লাহ্‌কে নয়।

অতএব খুব স্পষ্টভাবে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদেরকে সতর্ক করেছেন যে, যদি খোদা তা'লার সাথে সুসম্পর্ক স্থাপন করতে হয় তাহলে এখনই করো। এখন তো বিপদের মেঘ সামান্য কিছু উঁকিঝুঁকি মারছে, অথবা কমপক্ষে এমন যে ইচ্ছা থাকলে এটি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব; কিন্তু যে কোনো সময় এটি ছড়িয়ে পড়তে পারে।

অতএব, বর্তমানে আহমদীদের ঈমান এবং আল্লাহ্ তা'লার সাথে সম্পর্ক এবং দোয়া জগতকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে পারে। হৃদয়ে জগদ্বাসীর প্রতি সহমর্মিতা সৃষ্টি করে দোয়া করুন। জগদ্বাসীকে নিজ নিজ গণ্ডিতে বুঝান, তারা যদি আল্লাহ্‌র প্রাপ্য ও মানুষের অধিকার প্রদানের প্রতি মনোযোগী না হয় তাহলে এই সুন্দর পৃথিবী বিরান ভূমিতে পরিণত হতে পারে। অতএব এ চিন্তাটি মাথায় রেখে প্রত্যেক আহমদী নিজ নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের চেষ্টা করুন। দোয়ার প্রতি অধিক মনোযোগ আকর্ষণ করে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, দেখ! কিছুটা পরিশ্রম করে জমি প্রস্তুত করার পর তোমরা লাভের আশা করো। অনুরূপভাবে শান্তিপূর্ণ দিনগুলো হলো পরিশ্রম করার দিন। এখন যদি খোদাকে স্মরণ করো তাহলে এর স্বাদ পাবে। অবশ্য জাগতিক কাজের বিপরীতে বিভিন্ন নামাযে উপস্থিত হওয়া কঠিন কাজ মনে হয়। তিনি সুস্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন যে, দেখ! অনেক সময় জাগতিক কাজের তুলনায় নামাযে উপস্থিত হওয়া অনেক কষ্টকর মনে হয়, আর তাহাজ্জুদে ওঠা তো আরো কঠিন! তিনি (আ.) বলেন, কিন্তু এখন যদি

নিজেকে এই অভ্যাসে অভ্যস্ত করে নাও তাহলে কোনো কষ্ট থাকবে না। তোমরা দোয়া করলে সেই অসীম দয়াময় ও করুণাময় খোদা অনুগ্রহ করবেন। দেখ! তোমরা এখন কাজ করো, অর্থাৎ জাগতিক কাজ তোমরা করো, তোমাদের প্রাণ ও পরিবার-পরিজনের প্রতি তোমরা দয়া করো, তাদের বিভিন্ন চাহিদা (পূরণের) চিন্তা করো এবং ছেলেমেয়েদের প্রতি স্নেহ প্রদর্শন করো, যেভাবে এখন তাদের প্রতি স্নেহ প্রদর্শন করো; [অর্থাৎ জাগতিকভাবে তোমরা স্নেহ প্রদর্শন করে থাক।] এছাড়া আরো একটি পথও রয়েছে আর সেটি হলো- বিভিন্ন নামাযে তাদের জন্য অনেক দোয়া করো। রুকুতেও দোয়া করো আর সিজদাতেও দোয়া করো যেন আল্লাহ্ তা'লা এই বিপদ দূর করে দেন এবং শাস্তি থেকে রক্ষা করেন। যে দোয়া করে সে বঞ্চিত থাকে না। দোয়াকারী নোংরা উদাসীনের ন্যায় মৃত্যুর কবলে পতিত হবে– এটি কখনো সম্ভব নয়। এমনটি না হলে খোদাকে কখনো চেনাই যাবে না। তিনি তাঁর সত্যবাদী বান্দা এবং অন্যদের মধ্যে পার্থক্য করেন। একজন ধৃত হয় কিন্তু অন্যজনকে রক্ষা করা হয়। মোটকথা, এমনই করো যেন তোমাদের মাঝে পূর্ণরূপে সত্যিকার নিষ্ঠা সৃষ্টি হয়ে যায়।

যদিও এসব কথা তিনি সেযুগে বলেছিলেন যখন প্লেগের মহামারি ছড়িয়ে পড়েছিল, কিন্তু বর্তমানেও বিশ্বময় ধ্বংসের যে লক্ষণাবলী পরিলক্ষিত হচ্ছে সেটির জন্য আবশ্যক হলো, যেভাবে আমি বলেছি, আল্লাহ্ তা'লার দরবারে বিশেষভাবে বিনত হওয়া। এটিই নিজেকে বাঁচানোর এবং জগদ্বাসীকে রক্ষা করার একমাত্র পথ।

এরপর জামা'তকে তিনি (আ.) উন্নত নৈতিক চরিত্র (গঠনের জন্য)-ও বিশেষভাবে উপদেশ দিয়েছেন। কেননা উন্নত নৈতিক চরিত্র প্রদর্শন করাও আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশগুলোর একটি। যেমন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, চরিত্রের সংশোধন অনেক কঠিন কাজ। মানুষ যদি আত্মবিশ্লেষণে লেগে না থাকে তবে সংশোধন সম্ভব নয়; যদি আত্মবিশ্লেষণে লেগে না থাক, তোমরা সারাদিন যেসব কথা বলে থাক, যেভাবে দিনাতিপাত করো- তা যদি খতিয়ে না দেখ, ভালো কী করেছ আর মন্দ কী করেছ এবং পুণ্যের কী করেছ আর কী পাপ করেছ? অর্থাৎ ততক্ষণ পর্যন্ত সংশোধন হওয়া সম্ভব নয় যতক্ষণ না আত্মবিশ্লেষণ করা হবে। তিনি (আ.) বলেন, কথার অভদ্রতা শত্রুতা সৃষ্টি করে। এজন্য সবসময় নিজের জিহ্বাকে সংযত রাখা উচিত। দেখ! কোনো ব্যক্তি এমন কোনো ব্যক্তির সাথে শত্রুতা প্রদর্শন করতে পারে না যাকে সে তার হিতাকাঙ্ক্ষী মনে করে। অতএব সেই ব্যক্তি কতটা নির্বোধ যে নিজ সত্তার ওপরও দয়া করে না আর নিজ জীবনকেও হুমকির মুখে ঠেলে দেয়, যখন সে নিজের শক্তিনিচয়ের উত্তম ব্যবহার করে না এবং চারিত্রিক শক্তিবৃত্তির সঠিক পরিচর্যা করে না। অর্থাৎ বুদ্ধিমত্তার দাবি হলো, যেসব শক্তি ও যোগ্যতা মানুষের মাঝে নিহিত রয়েছে, (আল্লাহ্ তা'লা দিয়ে রেখেছেন,) সেগুলোর এমন পরিচর্যা হওয়া উচিত এবং সেগুলোকে এমনভাবে ব্যবহার করা উচিত যেন মানুষের প্রত্যেক কর্মে উন্নত নৈতিকতার বহিঃপ্রকাশ ঘটতে থাকে। ছোটোখাটো বিষয়ে যদি অভদ্রতা প্রদর্শন করো তাহলে নিজের জীবনকে নিজেই সমস্যায় নিপতিত করবে। একথাও স্মরণ রাখা উচিত, ইসলাম ব্যক্তিগত বিষয়াদিতে

যেখানে ধৈর্য, সংযম, সহনশীলতা ও উন্নত নৈতিকতার বহিঃপ্রকাশ এবং ঝগড়াবিবাদ থেকে বিরত থাকার জোরালো তাগিদ করে, সেখানে আইনের গণ্ডিতে থেকে ধর্মীয় আত্মাভিমান প্রদর্শন করার প্রতিও মনোযোগ আকর্ষণ করে। যেমন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এই ধর্মীয় আত্মাভিমান প্রদর্শনের দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করে বলেন,

"সেই ব্যক্তি যে মহান ধর্ম অর্থাৎ ইসলাম ধর্ম থেকে প্রকাশ্যে বেরিয়ে গেছে এবং সে গালমন্দ করে আর ভয়ংকর শত্রুতা রাখে- তার বিষয়টি ভিন্ন। যেভাবে সাহাবীরা বিপদাপদের সম্মুখীন হয়েছেন এবং তারা তাদের কতিপয় আত্মীয়স্বজনের কাছ থেকে ইসলামের বিরুদ্ধে অবমাননাকর কথা শুনেছেন, তখন তাদের সাথে গভীর সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও, অর্থাৎ নিকটাত্মীয় হওয়া সত্ত্বেও ইসলামকে তাদের অগ্রাধিকার দিতে হয়েছে। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি যে ইসলামের কঠিন শত্রু এবং রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে গালি দেয়, সে বিরাগভাজন হওয়ার এবং ঘৃণার যোগ্য। কিন্তু কোন ব্যক্তি যদি কর্মে অলস হয়ে থাকে তাহলে সে এমন যার অপরাধ ক্ষমার যোগ্য, আর তার সাথে যে সম্পর্ক মানুষ রাখে তাতে যেন ছেদ না আসে। সে যদি বিরোধিতা না করে তাহলে তার সাথে সম্পর্ক রাখ এবং সুসম্পর্ক রাখ। কিন্তু যে প্রকাশ্যে বিরোধিতা করছে, ইসলাম এবং মহানবী (সা.)-কে গালি দিচ্ছে আর বুঝানো সত্ত্বেও বিরত হচ্ছে না- সেখানে ধর্মীয় আত্মাভিমান প্রদর্শন করতে হবে। একইভাবে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বিষয়েও প্রত্যেক আহমদীর আত্মাভিমান প্রদর্শন করা উচিত। বোঝানো সত্ত্বেও যে ব্যক্তি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বিরুদ্ধে নোংরা ভাষা ব্যবহার করা থেকে বিরত হয় না- তাদের দিকে আমরা বন্ধুত্বের হাত বাড়াতে পারি না, আর কোনো আহমদীর আত্মাভিমান তা সমর্থনও করে না। আপনাদের অনেকেই এখানে পাকিস্তান থেকে এসেছেন যাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা রয়েছে যে, নামসর্বস্ব মোল্লারা সেখানে কী রকম নোংরা ভাষা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বিরুদ্ধে ব্যবহার করে। আমাদেরকে যদি তাদের প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন করতে বলা হয় অথবা যদি বলা হয় যে, তাদের অনিষ্ট তাদের ওপরই নিপতিত হওয়ার জন্য দোয়া করো না- তাহলে আমাদের আত্মাভিমান তা মানতে পারে না। এখানেও সেই নীতিই অনুসৃত হবে যা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন। তবে এমন লোকের বিরুদ্ধেও আমরা আইন হাতে তুলে নিই না। কেননা এটিও ইসলামী শিক্ষার অংশ যে, কোনো অবস্থাতেই আইন হাতে তুলে নেবে না।

আরেকটি বৈশিষ্ট্য যা বয়আতের পর একজন আহমদীর মাঝে থাকা উচিত সে সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, পারস্পরিক ভালোবাসা এবং ভ্রাতৃত্বের বন্ধন গড়ে তোল; এর শিক্ষা দিতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, আমাদের জামা'তে ততদিন সতেজতা সৃষ্টি হবে না বা উন্নতি করতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা পরস্পরের প্রতি সত্যিকার সহানুভূতি প্রদর্শন করবে। যাকে পূর্ণ শক্তি দেয়া হয়েছে সে যেন দুর্বলকে ভালোবাসে। অর্থাৎ যে যোগ্যতা ও শক্তি দেয়া হয়েছে সেগুলো কাজে লাগিয়ে দুর্বলদের ভালোবাস, আর ঘৃণা অথবা বিরাগের বহিঃপ্রকাশ করো না। তিনি (আ.) বলেন, যখন আমি শুনি, কেউ কারো ভুলত্রুটি দেখলে তার সাথে ভালভাবে কথাও

বলে না, বরং ঘৃণা ও অপছন্দের বহিঃপ্রকাশ ঘটায়- এই রীতি সঠিক নয়। জামা'ত তখন হয় যখন পরস্পরের দোষত্রুটি গোপন করা হয় এবং পরস্পরের সাথে আপন ভাইয়ের মতো আচরণ করা হয়। তিনি (আ.) অত্যন্ত বেদনার সাথে বলেছেন, জামা'তের মধ্যে আভ্যন্তরীণ কোন্দল থাকবে– এটি সঠিক পন্থা নয়। সাহাবীরাও পারস্পরিক ভালোবাসা ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধন প্রতিষ্ঠা করেন আর এভাবে একটি জামা'তের রূপ নিয়েছেন। তিনি (আ.) তাঁর জামা'তের সদস্যদের কাছ থেকেও এটিই প্রত্যাশা করেন যে, তারাও যেন নিজেদের মাঝে সাহাবীদের ন্যায় ভ্রাতৃত্বের বন্ধন গড়ে তোলে। তিনি (আ.) বলেন, অনুরূপভাবে আল্লাহ্ তা'লা এই জামা'ত প্রতিষ্ঠা করেছেন আর তেমনই ভ্রাতৃত্ব-বন্ধন তিনি এখানে সৃষ্টি করবেন, অর্থাৎ যেভাবে সাহাবীদের জামা'ত ছিল (সেভাবে)। আল্লাহ্ তা'লার কাছে আমার অনেক আশা রয়েছে। দেখ! একে অপরের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা, মনে কষ্ট দেয়া, কঠোর ভাষা ব্যবহার করে অন্যের মনে আঘাত দেয়া এবং দুর্বল ও অসহায়দের তুচ্ছ জ্ঞান করা চরম পাপ।

অতএব, অন্যের আবেগ-অনুভূতির প্রতি খেয়াল রাখা উন্নত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। এমনটি হলে পরেই আমরা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আশা-আকাঙ্ক্ষার পরিপূরণস্থল হতে পারবো, তখনই আমরা সেসব পুরস্কারের ভাগিদার হতে পারবো যেসব পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি জামা'তের বিষয়ে আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে দিয়েছেন; তখনই আমরা আল্লাহ্ তা'লার কৃপারাজী অর্জনে সক্ষম হব। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগে ভারতের বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠি ও গোত্র এ জামাতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। এখন তো আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ (আ.)-কে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী বিশ্বের বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠি, বর্ণ ও বংশের লোকদেরকে এ জামা'তে অন্তর্ভুক্ত করে দিয়েছেন এবং করছেন। এটি বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠি, বর্ণ ও বংশের লোকদের প্রতি আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহ যে, তিনি তাদেরকে মহানবী (সা.)-এর নিষ্ঠাবান দাসের জামাতভুক্ত হওয়ার তৌফিক দিয়েছেন আর এভাবে সবাইকে এক জাতিসত্তায় পরিণত করেছেন। তিনি (আ.) এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছেন, তোমরা পরস্পর ভাই-ভাই; যদিও তোমাদের পিতা ভিন্ন ভিন্ন, কিন্তু চূড়ান্ত বিষয় হলো তোমাদের আধ্যাত্মিক পিতা একজনই আর তারা সবাই একই বৃক্ষের শাখা-প্রশাখা। অতএব এটি দেখবেন না যে, আমরা কোন্ জাতির সাথে সম্পর্ক রাখি; আমরা কি শ্বেতাঙ্গ, আফ্রো-আমেরিকান নাকি পাকিস্তানি বা ভারতীয় নাকি স্প্যানিশ বংশোদ্ভূত? আমরা সবাই আহমদীয়া জামাতে অন্তর্ভুক্ত হয়ে এক আধ্যাত্মিক পিতার সন্তানে পরিণত হয়েছি। একে অন্যের ওপর বংশ, জাতি ও বর্ণের দৃষ্টিকোণ থেকে কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই, কেননা আমাদের আধ্যাত্মিক পিতা একজনই। এ ঘোষণাই মহানবী (সা.) তাঁর বিদায়ী ভাষণে প্রদান করেছিলেন। সুতরাং, আমরা যদি এ বিষয়টিকে উপলব্ধি করে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করি, পরস্পরের আবেগ-অনুভূতির প্রতি যত্নবান হই, তাহলে আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে উন্নতিতে ভূষিত করতে থাকবেন, ইনশাআল্লাহ্।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, আমাদের জামা'তকে আল্লাহ্ তা'লা একটি আদর্শ বা নমুনা বানাতে চান। তাই ভেবে দেখা প্রয়োজন, বস্তুনিষ্ঠ কোন কর্ম ছাড়া কেবল ভাসাভাসা বিষয়

দিয়ে কি মানুষ আদর্শ হতে পারে? নমুআ হওয়ার জন্য কঠোর প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম করতে হয়; কঠোর পরিশ্রম করতে হয়, আর আমাদেরও তা করতে হবে। নিজেদের ইবাদতের মান উন্নত করে, নিজেদের নৈতিক চরিত্রের সংশোধন করে এবং পারস্পরিক সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের উন্নত মান প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আমাদেরকে দেখতে হবে যে, আমরা আসলে আদর্শ হচ্ছি কি না? আমাদের এসব মান অর্জনের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে গিয়ে হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) আরো বলেন,

আল্লাহ্ তা'লা মুত্তাকীকে ভালোবাসেন। আল্লাহ্ তা'লার মাহাত্ম্যকে স্মরণ করে সবাই ভীত থাক, অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লার ভয় ও ভীতি হৃদয়ে সৃষ্টি করো এবং স্মরণ রেখো, সবাই আল্লাহ্‌রই বান্দা। কারো প্রতি অন্যায় করো না, উত্তেজিত হয়ো না আর কাউকে তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতেও দেখো না। জামা'তে যদি একজন সদস্য নোংরা হয়ে থাকে তাহলে সে সবাইকে নোংরা বানিয়ে দেয়। তিনি বলেন, উন্নত মূল্যবোধ ও উত্তম চরিত্র তখনই গঠন হয় যখন হৃদয়ে তাকওয়া থাকে। এ প্রসঙ্গে জামাতের সদস্যদের উপদেশ দিতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন,

আমাদের জামা'তের জন্য বিশেষভাবে তাকওয়ার প্রয়োজন। বিশেষত একারণেও যে, তারা এমন এক ব্যক্তির সাথে সম্পর্ক রাখে এবং তাঁর হাতে বয়আত করেছে যার প্রত্যাদিষ্ট হওয়ার দাবি রয়েছে, যেন তারা ইতোপূর্বে যে হিংসা, বিদ্বেষ ও শিরকে লিপ্ত ছিল বা যে জাগতিকতায় নিমজ্জিত ছিল- সেসব বিপদাপদ তথা পাপ থেকে মুক্তি লাভ করে।

অতঃপর তিনি (আ.) বলেন, আমাদের জামাতের উচিত, এই উৎকণ্ঠাকে পার্থিব সকল উৎকণ্ঠা থেকে অধিক গুরুত্বের সাথে হৃদয়ে স্থান দেয়া; [মানুষের অনেক জাগতিক দুশ্চিন্তা থাকে, কিন্তু তিনি (আ.) বলেন, না, যেই উৎকণ্ঠা সবচেয়ে বেশি তাদের হৃদয়ে স্থান পাওয়া উচিত সেই উৎকণ্ঠা কী?] সেটি হলো, তাদের মাঝে তাকওয়া রয়েছে কিনা? অতএব, আমাদের যদি বয়আতের কর্তব্য পালন করতে হয়, আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহরাজীর জন্য তাঁর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে হয়, তাহলে সর্বদা আমাদের নিজেদের অবস্থা বিশ্লেষণ করা উচিত। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের তৌফিক দিন, আমরা যেন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আকাঙ্ক্ষানুযায়ী নিজেদের জীবনকে গড়ে তুলতে পারি, ধর্মকে জাগতিকতার ওপর প্রাধান্য দানকারী হতে পারি। খোদাভীতি যেন আমাদের হৃদয়ে সৃষ্টি হয়, আর আমরা যেন সত্যিকার অর্থে **'আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু'**-এর অধিকার প্রদানকারী সাব্যস্ত হই। আমরা যেন আখারীনদের সেই জামা'তভুক্ত হতে পারি যার সুসংবাদ আল্লাহ্ তা'লা মহানবী (সা.)-কে প্রদান করেছিলেন। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এর তৌফিক দান করুন।

এখন আসার সময় আমীর সাহেব আমাকে বলেন, আজ থেকে ২৮ বছর পূর্বে আজকের দিনেই অর্থাৎ, ১৪ অক্টোবর এই মসজিদের উদ্বোধন করা হয়েছিল এবং এটি উন্মুক্ত করা হয়েছিল। এই মসজিদের আজ ২৮ বছর পূর্ণ হচ্ছে। অত্র অঞ্চলের অধিবাসী নতুন-পুরাতন সকল আহমদী আত্মবিশ্লেষণ করুন যে, এই ২৮ বছরে তারা কতটা আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন করেছেন। এই

মসজিদের অধিকার প্রদানের কতটুকু চেষ্টা করেছেন। আল্লাহ্ তা'লা ভবিষ্যতেও বহু দশক এবং বহু শতাব্দী এই মসজিদে আসার তৌফিক দান করুন আর এটি সব ধরনের জাগতিক দুর্যোগ থেকে সুরক্ষিত থাকুক। কিন্তু এর প্রকৃত প্রাপ্য তখনই প্রদান করা হবে, যখন আমরা মসজিদের প্রতি যথাযথ দায়িত্ব পালন করে এগুলোকে আবাদ রাখার চেষ্টা করব। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এর তৌফিক দান করুন, আমীন।

(সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)